দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB 15 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

হরকাতুল জিহাদের ৫০ হাজার কর্মী

রিক্রুট চট্টগ্রামের তিন মাদ্রাসায় ট্রেনিং বান্দরবানের গহিন জঙ্গলে

অঞ্জন কুমার সেন ও মাঈনুদ্দীন দুলাল, চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে ঃ চট্টগ্রামে অবস্থিত ৩টি মাদ্রাসার মাধ্যমে সারাদেশ থেকে সংগ্রহ করা প্রায় ৫০ হাজার জেহাদ কর্মী গত ৫ বছরে বান্দরবানের গহিন অরণ্যে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে। বিশ্বস্ত একটি সূত্রে জানা গেছে, বান্দরবান শহরের পেছনে দুর্ভেদ্য দুর্গসদৃশ একটি কওমি মাদ্রাসা হচ্ছে প্রশিক্ষণের ট্রানজিট ক্যাম্প। কর্মী সংগ্রহের ক্ষেত্রে কথিত বিপ্লবীদের টার্গেট থাকে বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসার এতিম, নিঃস্ব, পিছুটানহীন কিশোর এবং যুবক। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা প্রশিক্ষণার্থীদের বান্দরবানের মাদ্রাসাটিতে এনে একত্রিত করে পরে গ্রুপে গ্রুপে গহিন অরণ্যের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হত।

একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্র জানায়, দেশে বিভিন্ন স্থান থেকে বাছাই করে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রথমে নিয়ে আসা হয় চট্টগ্রামে। নগরীর লালখান বাজার, হাটহাজারী ও পটিয়ায় অবস্থিত ৩টি কওমি ও খারেজি মাদ্রাসায় এনে এদের রাখা হয়। জেলখানাসদৃশ নিরাপত্তার মধ্যে মাদ্রাসা-গুলোতে সেনাবাহিনীতে রিক্রুটের মত শারীরিক, মানসিক ও ডাক্তারি পরীক্ষা করে সদস্য বাছাই করা হয়। প্রাথমিক বাছাই-শেষে এখানে তিন মাস নানা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর গঠন করে ভারি প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়। এরপর ১০ জনকে এক একটি দলে ভাগ করে মাইক্রোবাস বা অন্যান্য যানে গোপনীয়ভাবে বান্দরবান মাদ্রাসায় পৌঁছে দেয়া হত।

মূল প্রশিক্ষণ চলত গভীর অরণ্যে। বান্দরবান শহরের পেছনে অবস্থিত দুর্ভেদ্য মাদ্রাসা থেকে জিহাদ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

জিহাদ ঃ ৫০ হাজার কর্মী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতি ৩০ জনের একটি দলকে গহিন অরণ্যের প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠানো হত-সশস্ত্র ও কমান্ডো ট্রেনিংয়ের জন্য। এখানে ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৬ মাস। প্রশিক্ষণার্থীদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা হত। এক গ্রুপকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার ও গণযুদ্ধের জন্য তৈরি করা হত। অপর দলকে দেয়া হয় বিশেষ কমান্ডো ট্রেনিং। জানা গেছে, এই দু'দল থেকে বিশেষভাবে বাছাই করে তৈরি করা হয় একটি সুইসাইড স্কোয়াড। এতিম, স্বজন ও পিছুটানহীনদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে বাছাই করা হয় এই সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য। বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহী কর্মতৎপরতা ও যুদ্ধ থেকে তারা ৩টি কৌশল নির্ধারণ করে জেহাদ কর্মীদের তৈরি করে। আফগানিস্তানে তালেবানদের সফলভাবে ক্ষমতা দখলকে মূল কৌশল রেখে কাশ্মিরি মুজাহিদদের যুদ্ধকৌশল এবং শ্রীলঙ্কার তামিলদের হিট এন্ড রান গেরিলা যুদ্ধ। ৩টি কৌশলকে কাজে লাগিয়ে কথিত বিপ্লব সফল করা এদের মূল উদ্দেশ্য। সূত্রটি জানায়, বিপ্লবের জন্য প্রধান প্রতিবন্ধক বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তিকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনে সুইসাইড স্কোয়াডটি ব্যবহার তাদের উদ্দেশ্য।

জানা গেছে, গহিন অরণ্যে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আফগান ও কাশ্মির যুদ্ধ ফেরত বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক, রোহিঙ্গা ও ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের বিচ্ছিন্ন কিছু গেরিলা যোদ্ধাও প্রশিক্ষণ কাজে সহযোগিতা করে। চোরাচালানের মাধ্যমে ও বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলা গ্রুপের কাছ থেকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

বান্দরবানের অরণ্যে এ রকম প্রায় ১৫টি প্রশিক্ষণ শিবিরের অবস্থানের তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্রটি জানায়, সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে ফাঁকি দিয়ে দিনের পর দিন কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। প্রশাসন ও গত কয়েকটি সরকারে এদের স্বার্থরক্ষাকারী ক্ষমতাশালী অংশের মদদ ছিল। শান্তিচুক্তির পূর্বে শান্তিবাহিনী বা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের বিদ্রোহী তৎপরতাকে ক্যামোফ্লেক্স বা ঢাল হিসেবে কথিত বিপ্লবীরা ব্যবহার করত।

বান্দরবান মাদ্রাসায় প্রায় সময় বিদেশী নাগরিকদের আসা-যাওয়া ছিল বলে স্থানীয় কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে। এ বিদেশীরা ব্যবহার করত বিভিন্ন সেবামূলক ও ইসলাম ধর্ম প্রচারক এনজিও কর্মীদের পরিচয়। বলা হত ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধর্মবিশারদরা শুভেচ্ছা সফর ও ছাত্রদের তালিম দেয়ার জন্য আসেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিদেশীরা অর্থ যোগান, কর্মকৌশল নির্ধারণসহ কাজের অগ্রগতি নিয়ে সলা-পরামর্শ করতেন নিয়মিত। জেহাদ কর্মীদের তৎপরতা প্রকাশিত হওয়ার পর মাদ্রাসাটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো কঠোর করা হয়েছে। মাদ্রাসায় অবস্থানরত ছাত্র-শিক্ষকদের আসা-যাওয়া অনেক কমে গেছে।